গ্রাম উন্নয়ন ত্রৈমাসিক বাংলা বুলেটিন

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা

২৯ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা ॥ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২

বার্ড-সিরডাপ কর্তৃক আয়োজিত প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্ল্যাগশিপ প্রশিক্ষণ

গত ৫ নভেম্বর সিরডাপে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রী জনাব মো: তাজুল ইসলাম এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব মো: মশিউর রহমান এনডিসি, সভাপতিত্ব করেন বার্ড মহাপরিচালক জনাব মো: শাহজাহান।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আঞ্চলিক সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন, শাসন, বাণিজ্য এবং টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক প্রথম প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গত ৫ নভেম্বর সিরডাপে শুরু হয়। ঢাকার সিরডাপ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে (সিআইসি) এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি এবং বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বার্ড মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান এবং ড. চেরদসাক ভিরাপাট, মহাপরিচালক, সিরডাপ। ৬ থেকে ২২ নভেম্বর কুমিল্লা বার্ড-এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কার্যনির্বাহী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

বার্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদে ড. আবদুল করিম-এর যোগদান

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদে ড. আবদুল করিম গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি: তারিখে যোগদান করেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদে যোগদানের পূর্বে তিনি একাডেমির পল্লী প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯২ সালে বার্ডে সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন। তিনি চট্রগ্রাম

৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন।

গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২খ্রি. বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয় এর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিদায়ী মহাপরিচালক এবং বার্ডের অনুষদ সদস্যবৃন্দ।

বার্ডে যথাযথ মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদযাপিত

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর মূরালে বার্ডের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রশিক্ষণার্থীগণের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহজাহান।

১৬-১২-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এ যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদযাপিত হয়েছে। ভোরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচির সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর বার্ড প্রাঙ্গনে স্থাপিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর মূরালে বার্ডের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রশিক্ষণার্থীগণের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহজাহান। এছাড়াও মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আনন্দ শোভাযাত্রা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রশিক্ষণার্থী ও শিশু-কিশোরদের খেলাধুলা, প্রীতি ভলিবল প্রতিযোগিতা, মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চিত্রাঙ্কন, প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী, সেমিনার, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোকসজ্জাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মহান বিজয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা বার্ডের বঙ্গবন্ধু স্মৃতিমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভাটি ড. মোহাম্মদ কামরুল হাসান, পরিচালক (প্রশাসন), এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান আলোচনা সভাটিতে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বার্ডের মহাপরিচালক বলেন, বাংলাদেশের বিজয় অর্জনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে স্বাধীনতার চেতনাকে সমুন্নত রাখার আহবান জানান। এছাড়াও আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বার্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. আবদুল করিম। আলোচনা সভায় বার্ডের অনুষদবর্গসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রশিক্ষণার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভাটি সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন জনাব ফারুক হোসেন, সহকারী পরিচালক, বার্ড।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেল-এর ৫৯ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত

১৮ অক্টোবর ২০২২ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এ স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেল-এর ৫৯ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়। বার্ড মডেল স্কুল প্রাঙ্গনে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় শহীদ শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে জন্মবার্ষিকী উদযাপন শুরু হয়। এরপর জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে শহীদ শেখ রাসেলের জীবনের উপর এক প্রাণবন্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ড মডেল স্কুলের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা শহীদ শেখ রাসেলের জীবনের বহুমুখী দিক তুলে ধরে।

উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব এবং বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান। তিনি শিশুবান্ধব উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানে সকলকে

৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান।

শহীদ শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মো. শাহজাহান ও বার্ড মডেল স্কুলের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

কেঁচোসার উৎপাদন, ব্যবহার ও বিপণন বিষয়ক মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ

ড. মোহাম্মদ কামরুল হাসান, পরিচালক (প্রশাসন), প্রধান অতিথি মহোদয় কেঁচোসার ব্যবহার করে টবে চারা রোপন করছেন।

২৭-১০-২০২২ খ্রিঃ তারিখে বার্ড কর্তৃক পরিচালিত লালমাই-ময়নামতি কর্মসূচির উদ্যোগে গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে পিয়ার লার্নিং পদ্ধতিতে কেঁচোসার উৎপাদন, ব্যবহার ও বিপণন' বিষয়ক মাঠ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলাধীন কালিকৃষ্ণনগর নোয়াপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের ৩০ জন কেঁচোসার উৎপাদনকারী সুফলভোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্ডের প্রকল্প বিভাগের সম্মানিত পরিচালক ড. মোহাম্মদ কামরুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্মসূচি পরিচালক ও যুগ্ম পরিচালক, বার্ড ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন ভূঁঞা। এছাড়া কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ডা. বিমল চন্দ্র কর্মকার, উপ-পরিচালক; আনাস আল ইসলাম, সহকারী পরিচালক এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মাঠকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বলেন, চলমান বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলায় দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে গ্রাম সংগঠনগুলোকে শক্তি সঞ্চার করে গ্রামের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যেতে হবে। তিনি সদস্যদের উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্বনির্ভর হওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

এ সময় বিভিন্ন সংগঠনের সফল উদ্যোক্তাগণ কেঁচোসার উৎপাদনের সম্ভাবনা, বিপণন ব্যবস্থা ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়াদি নিয়ে উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সাথে পারস্পরিক শিখনমূলক আলোচনা করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রধান অতিথি মহোদয় কেঁচোসার ব্যবহার করে টবে চারা রোপন করেন। এ ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজনের ফলে কর্মসূচি এলাকায় জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং চাষীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

আইপিডিআই ফাউন্ডেশন এবং বার্ড এর যৌথ উদ্যোগে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বিষয়ক কর্মশালা

২৪ নভেম্বর ২০২২, বৃহস্পতিবার কুমিল্লার কোটবাড়ীতে আইপিডিআই ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (বার্ড) যৌথ উদ্যোগে বার্ডের লালমাই অডিটোরিয়ামে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বিষয়ক সচেতনতা ও সিপিআর প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হেলদি হার্ট হ্যাপি লাইফ অর্গানাইজেশনের সভাপতি অ্যাড. আবু রেজা মোঃ কাইউম খান এবং আইপিডিআই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারি জেনারেল, স্বনামধন্য হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মহসীন আহমদ। এ কর্মশালায় হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. আসিফ জামান তুষারের তত্ত্বাবধানে বার্ডের কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দের প্রায় ৮০ জনের একটি দলকে সিপিআর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান উক্ত কর্মশালায় বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন। এছাড়াও বার্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন । তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "সারা বিশ্বের অসংখ্য মানুষ কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। একটু সচেতন হলেই সিপিআর-এর মাধ্যমে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাঁচানো সম্ভব। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী কার্ডিয়াক

৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

আইপিডিআই ফাউন্ডেশন এবং বার্ডের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত বার্ড অনুষদ ও অতিথিবৃন্দ।

আইপিডিআই ফাউন্ডেশন

৩য় পৃষ্ঠার পর

অ্যারেস্টে আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেড়ে চলেছে। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। আইপিডিআই ফাউন্ডেশনের এমন সময়োপযোগী উদ্যোগ দেশব্যাপী একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।" অনুষ্ঠানের মূল বক্তা আইপিডিআই ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি জেনারেল ও প্রতিষ্ঠাতা ডা. মহসীন আহমদ তার বক্তব্যে বলেন, কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবন বাঁচানোর পেছনে সিপিআর-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। উন্নতবিশ্বে এই গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধ হয়েছে বিধায় সেখানে সিপিআর প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সচেতনতা সহজেই প্রতীয়মান হয়। অন্যদিকে আমাদের দেশে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এবং সিপিআর সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা না থাকায় এ-ধরণের কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না। এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যেই হেলো-আইপিডিআই ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে। কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে জীবন বাঁচায় সিপিআর, ঘরে ঘরে হোক এর ট্রেনিং সেন্টার - এই অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের আজকের এই কর্মশালার আয়োজন। হেলো - আইপিডিআই ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য স্কুল ও কলেজের পাঠ্যক্রমে বেসিক লাইফ সাপোর্ট ও সিপিআর অন্তর্ভুক্ত করা।"

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে হেলো সভাপতি অ্যাড.আবু রেজা মোঃ কাইউম খান বলেন, "হেলদি হার্ট হ্যাপি লাইফ অর্গানাইজেশন হেলোর একটি সহযোগী সংস্থা আইপিডিআই ফাউন্ডেশন। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এটি দেশব্যাপী দাতব্য ও গবেষণা কর্মসূচী পালন করে আসছে হেলো-আইপিডিআই। ইতোমধ্যেই দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে সিপিআর প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও আমাদের এই ধারা অব্যাহত থাকবে।" অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এমন একটি মহৎ উদ্যোগ হাতে নেওয়ায় হেলো-আইপিডিআই ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভাপতি জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য দেশব্যাপী সচেতনতা ও দাতব্য কর্মকান্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ হেলো-আইপিডিআই ফাউন্ডেশন ওয়ার্ল্ড হার্ট ফেডারেশনের পূর্ণ সদস্যপদ অর্জন করেছে।

প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্ল্যাগশিপ প্রশিক্ষণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ, ইরান, লাও পিডিআর, ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া, নেপাল, ফিলিপাইনস, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং জাম্বিয়া থেকে ১৮ জন অংশগ্রহণকারী এই তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও প্রশিক্ষকগণ সেশন পরিচালনা করেন। ২৪ নভেম্বর সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোর্সটি শেষ হয়।

৫৯ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত

২য় পৃষ্ঠার পর

নিজ নিজ অবস্থানে থেকে কাজ করতে উদাত্ত আহ্বান জানান । আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বার্ডের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য। সভাপতি মহোদয় তার বক্তব্যে শেখ রাসেলের চরিত্রের সরলতা, বিনয়তা আর পরোপকারী মনোভাবের বিষয়টির উপর আলোকপাত করেন। এরপর শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রীতি ফুটবল খেলার পুরস্কার বার্ডের মহাপরিচালক মহোদয়, পরিচালক (প্রশাসন) এবং পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মহোদয় বিজয়ী ও বিজিত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রদান করেন। পরবর্তীতে কেক কেটে জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। সভায় আমন্ত্রিত অতিথি, বার্ড মডেল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, বার্ডের অনুষদবর্গসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব কাজী রাবেয়া, সহকারী শিক্ষক, বার্ড মডেল স্কুল।

বার্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক

১ম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক প্রশাসন বিষয়ে স্নাতক ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। এছাড়া ভারতের এনআইআরডি থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিপ্লোমা, জাপানের কিউসু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিস (আইবিএস) থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি স্থানীয় সরকার, সুশাসন এবং পল্লী উন্নয়নের নানা বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি দেশে বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও তিনি বার্ডের আধুনিকায়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। উল্লেখ্য ড. আবদুল করিম গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে বার্ডের মহাপরিচালক পদে অতিরিক্ত দায়িত্বে রয়েছেন।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর উদ্যোগে বার্ডে Macro-Economic Impact Analysis of Global Commodity Price Inflation and Response to Crisis on 5F (Food, Feed, Fertilizer, Fuel and Finance) শীর্ষক ৩দিন মেয়াদি ২য় প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান (অতিরিক্ত সচিব)।

বার্ড এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এবং পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য এর সুদীর্ঘ ৩৩ বছরের সফল কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি উপলক্ষে গত ২৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখ বার্ড অনুষদ পরিষদ ও অফিসার্স এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২)

বার্ডের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে প্রশিক্ষণ অন্যতম। প্রতিবছর নানা ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে থাকে। এ সকল প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে বিসিএস (বিভিন্ন ক্যাডার) কর্মকর্তাদের জন্য ০৬ মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স; বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) কর্মকর্তাদের জন্য ০৪ মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স; ও বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তা এবং এলজিইডি ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য ০২ মাস মেয়াদি বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স; বিভিন্ন উদ্যোক্তা সংস্থার অর্থায়নে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কোর্স; পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত সংযুক্তি কর্মসূচি; অবহিতকরণ ও পরিদর্শন কর্মসূচি; প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এছাড়া বার্ড সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিও নিয়মিতভাবে আয়োজন করে থাকে। চলতি অর্থ বছরের **অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২** সময়ে বার্ডে এর বিভিন্ন ধরনের সর্বমোট **৪৫টি** প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মশালা/সেমিনার পরিচালনা করেছে। এসব কোর্সে **১১৮৮ জন পুরুষ ও ৬০২ জন মহিলাসহ মোট ১৭৯০ জন** প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। নিম্নে বার্ডের **অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২** সময়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোক্তা সংস্থা/ এজেন্সীল নাম	মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
				পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
A.	আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স					
১.১	'Macro-economic Impact Analysis of Global Commodity Price Inflation and Response to Crisis on 5F (Food, Feed, Fertilizer, Fuel and Finance) শীর্ষক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স (১ম ব্যাচ)	২৯-৩১ অক্টোবর ২০২২	FAO	২২	৭	২৯
১.২	'Macro-economic Impact Analysis of Global Commodity Price Inflation and Response to Crisis on 5F (Food, Feed, Fertilizer, Fuel and Finance)' শীর্ষক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স (২য় ব্যাচ)	০২-০৪ নভেম্বর ২০২২	FAO	২৬	৩	২৯
১.৩	'Regional Integrated Rural Development, Governance, Trade and Sustainable Development in Asia and the Pacific' শীর্ষক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৪-২৫ নভেম্বর ২০২২	CIRDAP	৯	৯	১৮
B.	আন্তর্জাতিক সম্মেলন					
১.১	8th International Integrative Research Conference on Governance in Society, Business and Environment	২৮-২৯ ডিসেম্বর ২০২২	BARD, DU, Stamford University	৯৩	৩৭	১৩০
জাতীয় পর্যায়েঃ						
অ.	বুনিয়াদি/বিশেষ বুনিয়াদি ও বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স					
১	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স					
১.১	১৮৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা)	২০ নভেম্বর ২০২২ - ১৯ মার্চ ২০২৩	নায়েম	৩৫	১৫	৫০
২	বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স					
২.১	১৫২তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	১৮ সেপ্টেম্বর - ১৬ নভেম্বর ২০২২	এলজিইডি	৩৪	৬	৪০
২.২	১৫৩তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	০২ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর ২০২২	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৩৪	১৭	৫১
২.৩	১৫৪তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	০২ অক্টোবর - ৩০ নভেম্বর ২০২২	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৩৫	১৫	৫০
২.৪	১৫৫তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	৩১ ডিসেম্বর ২০২২ - ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	২৭	২৩	৫০
২.৫	১৫৬তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	৩১ ডিসেম্বর ২০২২ - ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৩৫	১৫	৫০
৩	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স					
৩.১	'শুদ্ধাচার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা (৩য় ব্যাচ)	২৭ অক্টোবর ২০২২	বার্ড	৩৩	৯	৪২
৩.২	'শুদ্ধাচার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা (৪র্থ ব্যাচ)	০১ নভেম্বর ২০২২	বার্ড	২৭	৩	৩০
৩.৩	'শুদ্ধাচার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা (৫ম ব্যাচ)	০৩ নভেম্বর ২০২২	বার্ড	২৫	১	২৬
৩.৪	বার্ডের নবনিযুক্ত কর্মচারীদের অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স	১৯-২২ ও ২৬ ডিসেম্বর ২০২২	বার্ড	৪৪	৫	৪৯

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোক্তা সংস্থা/ এজেন্সীল নাম	মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
				পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
আ.	**প্রফেশনাল প্রশিক্ষণ কোর্সঃ**					
১	**বার্ডের স্ব-উদ্যোগে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্স**					
২	**অন্যান্য সংস্থার অর্থায়নে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স**					
২.১	প্রণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (এলইও)-দের 'প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি)' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (১ম ও ২য় ব্যাচ) ২টি	১৮-২২ ডিসেম্বর ২০২২	এলডিডিপি	৩৬	১১	৪৭
২.২	সোনালী ব্যাংক লি. স্টাফ কলেজ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য "রিফ্রেশার" প্রশিক্ষণ কোর্স	১৯-২১ ডিসেম্বর ২০২২	সোনালী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজ	২১	৯	৩০
২.৩	লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি)-দের 'প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি)' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (৩য়-১২তম ব্যাচ) ১০টি	অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২	এলডিডিপি	১৮১	৬৯	২৫০
২.৪	Leadership Development Training of Water Management Organizations (WMOs), (1st- 4th Batch) ৪টি	নভেম্বর- ডিসেম্বর ২০২২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৮৬	১৩	৯৯
C.	**সংযুক্তি/অবহিতকরণ/পরিদর্শন/গাইডেড ভিজিট কর্মসূচিঃ**					
১	**সংযুক্তি কর্মসূচিঃ**					
১.১	'দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন' বিষয়ক সংযুক্তি কর্মসূচি	১৮-২২ ডিসেম্বর ২০২২	বিপিএটিসি	২৬	১৫	৪১
২	**অবহিতকরণ কর্মসূচিঃ**					
২.১	বাংলাদেশ ভূমি জরিপ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বার্ডের কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মসূচি	১৪ অক্টোবর ২০২২	বাংলাদেশ ভূমি জরিপ অধিদপ্তর	২৭	২১	৪৮
২.২	এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রীদের জন্য Rural Development in Bangladesh পাঠ্যক্রমের আওতায় বার্ডের কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মসূচি ।	১৫ অক্টোবর ২০২২	এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়	১২	৬	১৮
২.৩	সরকারী ব্রজলাল কলেজ, খুলনা-এর ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বার্ডের কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মসূচি ।	২০ অক্টোবর ২০২২	সরকারী ব্রজলাল কলেজ, খুলনা	৩৩	১২	৪৫
২.৪	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ ট্রেইনিং ইনস্টিটিউটের 'ট্রেইনি জুনিয়র অফিসার' ৬৩তম ও ৬৪তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের জন্য বার্ডের কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মসূচি	০২ নভেম্বর ২০২২	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ	৬৩	৬	৬৯
২.৫	লোক প্রশাসন বিভাগ, জাহঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-এর ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের (৩য় বর্ষ) ছাত্রছাত্রীদের জন্য Local Government and Rural Development in Bangladesh পাঠ্যক্রম-এর আওতায় বার্ডের কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মসূচি	০৬ নভেম্বর ২০২২	জাহঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	২৮	২৭	৫৫
২.৬	উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা-এর মাস্টার্স শেষ বর্ষ ও অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বার্ডের কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মসূচি	০৩ ডিসেম্বর ২০২২	ইডেন মহিলা কলেজ	০	১২১	১২১
D.	**কর্মশালা /সেমিনার/সম্মেলনঃ**					
১	**কর্মশালা**					
১.১	Promoting Sustainable Rural Livelihood for Empowerment of Rural Women শীর্ষক কোর্স কারিকুলাম রিভিউ কর্মশালা	৩০ অক্টোবর ২০২২	বার্ড	১৮	২২	৪০
১.২	Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) শীর্ষক কর্মশালা	২৪ নভেম্বর ২০২২	IPDI Foundation	৫৮	২৮	৮৬
১.৩	'ল্যান্ডস্কেপিং ও মাস্টার প্ল্যান রিভিউ' শীর্ষক কর্মশালা	০৩ ডিসেম্বর ২০২২	বার্ড	৩৪	১১	৪৫

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোক্তা সংস্থা/ এজেন্সীল নাম	মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
				পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২	সেমিনার					
২.১	"মৎস্য খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি মোকাবেলায় সহজপ্রাপ্য উপাদান ব্যবহার ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে লাগসই খাদ্য সংস্থান" শীর্ষক সেমিনার	০৮ অক্টোবর ২০২২	বার্ড	৪৪	০	৪৪
E.	প্রকল্প পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কোর্সঃ					
১	বার্ড-এর প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কোর্স					
১.১	প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	১০-১৬ অক্টোবর ২০২২	মশিআপুউ প্রকল্প, বার্ড	০	৪৮	৪৮
১.২	'উদ্যোক্তা উন্নয়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (১ম ব্যাচ)	১৩-১৫ ডিসেম্বর ২০২২	বার্ড	২৮	২	৩০
১.৩	'উদ্যোক্তা উন্নয়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (২য় ব্যাচ)	২৭-২৯ ডিসেম্বর ২০২২	বার্ড	১৪	১৬	৩০
			মোট ৪৫ টি =	১১৮৮	৬০২	১৭৯০ জন

বার্ডে গবেষণা কার্যক্রম
অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০২২

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) সূচনা লগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গ্রামীণ জীবনে বিদ্যমান সমস্যার কার্যকর সমাধানের উপায় উদ্ভাবনই বার্ডের গবেষণার মূল লক্ষ্য। বার্ডের গবেষণার ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে, যার ফলে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বার্ডের গবেষণা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া, গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের উপকরণ তৈরি করা হয় এবং তা প্রশিক্ষণ ক্লাশে ব্যবহার করা হয়। বার্ড নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা ও সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বার্ডের অভিজ্ঞ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রকল্প মূল্যায়নেও অবদান রাখছে। বার্ড নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লীর উন্নয়নে অব্যাহতভাবে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। উল্লেখ্য, বার্ড বরাবরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত Sustainable Development Goals-কে সামনে রেখে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়াও, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও রূপরেখা ২০৪১ এবং সরকারের প্রাধিকারভুক্ত বিষয়ের আলোকে পল্লী উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নকে টেকসই করতে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করছে।

নিম্নে বার্ডের গবেষণা কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা হলোঃ

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ড ১০টি গবেষণা পরিচালনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বার্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান গবেষণাসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপঃ

1. Family and Human Development Aspirations: Socialization at Bangladesh Transforming Villages
2. Agro- forestry in Achieving Food Security of upland smallholders: A Case on Lalmai Hill Areas of Cumilla District
3. Farmer's Knowledge, attitude and practice of mastitis in Cow
4. Adoption and Integration of ICT by Secondary School Teachers in Rural Schools of Bangladesh: An Analysis Using the Technology Acceptance Model (TAM)
5. Development Philosophy of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Reflection in Rural Development Policies, Strategies and Initiatives.
6. Information and Communication Technology in Agriculture in Bangladesh
7. জীবন ও জীবিকাঃ একটি ইউনিয়ন সমীক্ষা
8. Farmland Use by absentee landowner in Sylhet District
9. Community Driven Development (CDD) Approaches and opportunities of Peoples Participation: Problems and Prospects in Chittagong Hill Tracts of Bangladesh.

বার্ডের সম্প্রতি সম্পাদিত গবেষণাসমূহ নিম্নরূপঃ

1. Village Court and its Potentialities in Grievances Reduction of Bangladesh
2. Sustainability of Digital Service Centers: A Case of Union Digital Centers (UDCs) in Bangladesh
3. Governance through Gram Committee in Participatory Rural Development Project in Bangladesh
4. Impact of COVID-19 Pandemic on Rural Livelihood
5. Rural Transforming and Social Wellbeing of Selected Villages in Bangladesh
6. Adoption of ICT in Local Government Institutes in a Developing Country: An Empirical Study on Bangladesh Rural Local Government

7. Factors affecting Rural Urban Migration and Rural Change: Cases of Two Villages in Bangladesh
8. Contemporary Knowledge of Clay Artisans in Bijoypur
9. Potentialities and Strategies of Public Private Partnership in Rural Development of Bangladesh
10. Inclusive Education and Training Towards Autism for Empowerment: A Sociological Study of Selected Villages
11. Climate Change Effects on the Coastal Livelihoods: A Case of South-Western Bangladesh
12. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উপর কমিউনিটি রেডিওর প্রভাব
13. Post Training Utilization of the Cow Rearing and Fattening Training Program Sponsored by the Amar Bari Amar Khamar Project

বার্ডের সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণাসমূহ নিম্নরূপঃ

1. Present Conditions of Homestead Plantation in Cumilla: A Case Study of Four Villages
2. কুড়িগ্রাম ও গোপালগঞ্জ জেলার দারিদ্র্যের স্বরূপ: প্রতিকার ও উন্নয়নে করণীয়
3. Livelihood and Social Inclusion Pattern of the Migratory Labourers: Cases of Five Districts of Bangladesh
4. ঋষি দলিত উদ্যোক্তা: জীবন ও জীবিকায়ন
5. Problems and Prospects Farmers' Cooperative Societies in Bangladesh.
6. Local Governance in Bangladesh: Grassroots realities, Challenges and Potentialities.
7. পল্লী একালায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বার্ডের করণীয়।

বার্ডে চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির বিবরণ
অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০২১

(ক) এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ:

১। "বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আধুনিকায়ন" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২৩
বাজেট : ৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ২০৪৭.৫০ লক্ষ টাকা।
অর্থায়নকারী সংস্থা : জিওবি

প্রকল্পের পটভূমি :

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে ১৯৫৯ সাল থেকে বিপুল সংখ্যক দেশী-বিদেশী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের প্রত্যাশিত চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদ্যমান সুবিধাগুলি উন্নয়নের জন্য বার্ড সরকারি অর্থায়নে একটি নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) আধুনিকীকরণ প্রকল্প নামে পরিচিত। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বিদ্যমান অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বার্ডে কিছু নতুন সুবিধা যুক্ত করা।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য :

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর ভৌত সুবিধাদি শক্তিশালী করার মাধ্যমে এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে করে এটি আরও দক্ষতার সাথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রয়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলো হলো:

(ক) দেশি-বিদেশী প্রশিক্ষণার্থী ও পেশাদারীদের চাহিদা পুরণের জন্য বার্ডের ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা;
(খ) বার্ডের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমের সাপোর্ট সার্ভিস এর উন্নয়ন করা; এবং
(গ) প্রশিক্ষণার্থী ও বার্ডের কর্মীদের জন্য আবাসন সুবিধাদি আধুনিকায়ন করা।

প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্টসমূহ :

প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ

১. বার্ডের ভিতরে সার্কুলার রোড ও এপ্রোচরাড সংস্কার
২. ওয়াকওয়ে নির্মাণ
৩. বাউন্ডারী ওয়ালের অংশ বিশেষ পুনঃনির্মাণ
৪. হোস্টেল মেরামত, সংস্কার/আধুনিকায়ন
৫. অফিস সরঞ্জামাদি/আসবাবপত্র ক্রয়
৬. অফিস ভবন এবং আবাসিক বিল্ডিং আধুনিকায়ন/নির্মাণ
৭. বার্ডের ল্যান্ডস্কেপিং ও মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন
৮. ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ
৯. লন টেনিস কোর্ট নির্মাণ
১০. বার্ড ক্যাফেটেরিয়ার জন্য আধুনিক ওয়াশরুম নির্মাণ
১১. হোস্টেলের জন্য অপেক্ষাগারসহ অভ্যর্থনা অফিস নির্মাণ
১২. বার্ড ক্যাফেটেরিয়ার জন্য আধুনিক রান্না ঘর নির্মাণ/পুনর্বাসন
১৩. বার্ড ক্যাম্পাসে অবস্থিত দুটি পুকুর খনন এবং এর পাড় বাঁধাইকরণ
১৪. বার্ডের অভ্যন্তরীণ ড্রেইনেজ ব্যবস্থা উন্নতীকরণ/সংস্কার
১৫. বদ্ধ পরিবেশে নিবিড় পদ্ধতিতে মাছচাষের জন্য স্পাউটিং ফাউন্টেইন স্থাপন
১৬. পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- প্রকল্পের বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদান ও অন্যান্য কাজের জন্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- অফিস ভবন ও আবাসিক ভবন সংস্কার/আধুনিকায়ন এর কাজ চলমান রয়েছে।
- ল্যান্ড স্কেপিং ও মাস্টার প্লানের কাজ অব্যাহত রয়েছে।
- ড্রেন নির্মাণ বিষয়ে NoA এবং কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।
- লন-টেনিস কোর্ট পুন: টেন্ডার যাচাই বাছাইকরণ সম্পন্ন হয়েছে তবে টেন্ডার গৃহীত হয়নি।
- ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স, আধুনিক রান্নাঘর ও হোস্টেল অভ্যর্থনা কম্পোনেন্টের ডিজাইন স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে ভেটিং সম্পন্ন করার জন্য যোগাযোগ অব্যাহত আছে।
- ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেট: ১২২৪.০০ লক্ষ ১ম কিস্তি বাজেট পাওয়া গিয়েছে এবং ২য় কিস্তি বাজেট মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- গত ২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি সভা আয়োজন করা হয়েছে।
- অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১,১৬,৮৬,১১৫/- টাকা।

২। "সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (৩য় পর্যায়) সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের ০৫টি বিভাগের ১৫টি জেলার ১৬টি উপজেলা।
প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২৩
বাজেট : ৬৪,২০,৪৭,০০০.০০ টাকা
অর্থায়নকারী সংস্থা : জিওবি

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রাম ভিত্তিক সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি সংগঠন করা এবং স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ
১. উন্মুক্ত সদস্যপদ
২. উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ
৩. প্রশিক্ষিত বিষয় ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মী সৃষ্টি
৪. সমিতির নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ
৫. স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন
৬. অর্থনৈতিক ও আত্মকর্ম সংস্থান কার্যক্রম গ্রহণ
৭. সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং
৮. মাসিক যৌথ সভা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
• প্রকল্পভুক্ত ৩৫টি উপজেলায় প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি: পর্যন্ত ৯৩,৫৫০ জন সমবায়ীকে মাসিক যৌথসভায় অংশগ্রহণ ও ই-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
• চলতি অর্থবছরে অর্থছাড় না হওয়ায় গ্রামকর্মীর ভাতা পরিশোধ স্থগিত রয়েছে।
• গ্রাম জরিপের কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হলে প্রকল্পে নতুন অর্ন্তভুক্ত ১৯ (উনিশ)টি উপজেলায় মোট ১১৪০টি গ্রাম তথ্য বই তৈরির লক্ষ্যে কনসাল্টিং ফার্ম নিয়োগের বিষয়টি পউসবিতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
• ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ১১৭৫.৪৬ লক্ষ টাকা।
• প্রকল্পের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ৬০ দিনব্যাপী বিশেষ আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ১০৩৪ জন পুরুষ এবং ৫৬০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
• প্রকল্পের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ১২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ০২/০৪ দিনব্যাপী রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
• প্রকল্পের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) ০২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
• প্রতিবেদনাধীন মাসে গ্রাম সফর করা হয়নি।
• প্রকল্পের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৪,২৪,৭৫০০০.০০/- টাকা

(খ) বার্ডের রাজস্ব বাজেটভুক্ত প্রকল্পসমূহ

১। "খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পল্লী এলাকায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প
প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার ৪নং খোশবাস (দক্ষিণ) ইউনিয়নের ১৩টি গ্রাম ও
প্রকল্পের বাজেট : ২০,০০,০০০.০০ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ জুন ২০২৩
প্রকল্পে উদ্দেশ্য : স্থানীয় সরকার এবং গ্রাম সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী লাকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সাধন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
• মুগুজী ও হরিপুর (দঃ) গ্রামে গ্রাম সভার আয়োজন করা হয়েছে।
• বরুড়া উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নকে প্রকল্প এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
• ভবানীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।
• সুলফভোগীদের ৪,২০,০০০.০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত সময়ে ৪,১০,৮৮৫.০০ টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।
• বড় হরিপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে গ্রাম সভা ও নিরাপদ জ্বালানী শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।
• ০২ দিন গ্রাম সফর করা হয়েছে।
• ২০২২-২৩ অর্থবছরের মোট বরাদ্দ ২০,০০,০০০/- টাকা। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪,০০,৪৫৬/- টাকা।

২। "গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে টেকসই শিক্ষা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প
প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, বুড়িচং ও বরুড়া উপজেলার ২৪টি গ্রাম
প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ ঃ ১৬,০০,০০০.০০ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নের উৎস ঃ বার্ড রাজস্ব খাত
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০২২-জুন ২০২৫

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ নারীদের বিশেষত: সুবিধা বঞ্চিত ও দারিদ্র্য পীড়িত পরিবারের নারীর অর্ন্তভূক্তিতে সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল স্রোতধারায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুবিধা সৃষ্টি এবং টেকসই শিক্ষার মাধ্যমে আত্ম-সক্রিয়তা অর্জন ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়নপূর্বক দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে আয়, উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রত্যাশিত মূল্যবোধ ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠায় আইনগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নসহ মৌলিক ও মানবিক অধিকারসমূহ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনের সার্বিক মানোন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
• ৪টি উপজেলায় ২৪টি গ্রামে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
• মোট সদস্যভুক্তি ১১১৬ জন এবং মোট পরিবারভুক্তি ৯৩৬টি।
• ৬টি নিয়মিত প্রশিক্ষণ ক্লাশের মাধ্যমে ২৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
• সদস্যদের নিকট হতে সঞ্চয় ২,৫৬,৬৭৫/- টাকা ও শেয়ার ৬১,৪৬৫/- টাকা জমা করা হয়েছে।
• ২২ জন সদস্যের মাঝে ৭,০৫,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
• ৬,৯১,০০০/- টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।
• ১০-১৬ অক্টোবর ২০২২ (০৫ কর্মদিবস) সময়ে প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার, খাদ্য পুষ্টি নিরাপত্তা ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। উক্ত কোর্সের অংশগ্রহণকারী ৪৮ জন।
• ২৩/১১/২০২২ তারিখ উজিরপুর মহিলা সংগঠনে ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয। উক্ত সভায় ৭৩ জন সদস্যদের মাঝে ৭০,০০০/- টাকা লভ্যাংশ বন্টন করা হয় এবং আমানত শেয়ারের উপর ভিত্তি করে ১ম,২য়,৩য় স্থান অধিকারী সদস্যার মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এতে সর্বমোট ৮০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।
• প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পভুক্ত ১০টি মহিলা সংগঠনে ৩৫৪ জন সদস্যার উপস্থিতিতে বিশেষ গ্রাম সভার আয়োজন করা হয়।
• প্রকল্পের ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৫,৬৭,৬০০/- টাকা

৩। পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ প্রকল্প
প্রকল্প এলাকা ঃ সদর দক্ষিণ উপজেলার জোড়কানন (পূর্ব) ইউনিয়ন
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১০ - জুন ২০২৩
প্রকল্পের বাজেট ঃ ১৬,০০,০০০.০০ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থাঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ
এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাদের নিকট অত্যাবশ্যকীয় সেবা সরবরাহ করা তথা স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক (ICT) প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন সাধন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
• বারপাড়া ও বিজয়পুর ইউনিয়নে ২টি সভা করা হয়েছে।
• জনগণের পরিচিতির একটি খসড়া ভিডিও বার্ডের মহাপরিচালক মহোদয় ও পরিচালকগণের উপস্থিতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।
• বারপাড়া ও বিজয়পুর ইউনিনে ২টি সভা করা হয়েছে।
• ২০২২-২৩ অর্থবছরের মোট বরাদ্দ ১৬,০০,০০০.০০/- টাকা। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৪৩,১৬৮.০০/- টাকা।

৪। 'গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের স্থায়ীত্বশীলতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ি এলাকার জনগণের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন'
প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা জেলার সদর, সদর দক্ষিণ ও বুড়িচং উপজেলার ৬৮টি গ্রাম
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২৩
বাজেট ঃ ২০,০০,০০০.০০ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ঃ

১) প্রকল্পের সুফল আরও অধিক জনগণের মাঝে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের মাধ্যমে সৃজিত গ্রাম সংগঠনের সার্বিক সাংগঠনিক কার্যক্রম তদারকীর মাধ্যমে সংগঠনসমূহের স্থায়ীত্বশীলতা বৃদ্ধি করা;

২) লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের Exit Plan অনুযায়ী পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সহায়তায় ঋণ প্রদান কার্যক্রম চালু রাখার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা;

৩) প্রকল্প এলাকার কৃষকদের আধুনিক কৃষি উপকরণ বিতরণ ও বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক ট্রেডে প্রায় ১০০টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;

৪) উৎপাদিত কৃষিজ ও অন্যান্য কুটির শিল্পজাত পণ্যের মার্কেটিং/বিপণন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার কৃষক ও গ্রামীণ নারীদের আয় বৃদ্ধি করা; এবং

৫) পিপিপি মডেলের আওতায় বিতরণকৃত কৃষিযন্ত্র ও সৌরশক্তি চালিত অগভীর নলকূপসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম সংগঠনের আয় বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।

প্রায়োগিক গবেষণার প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ:

১. প্রকল্প এলাকায় দ্রুত গ্রাম সমীক্ষার মাধ্যমে ভিত্তি জরিপ পরিচালনা করা।

২. নতুন দরিদ্র পরিবারকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।

৩. লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের মাধ্যমে সৃজিত গ্রাম সংগঠনের কার্যক্রম তদারকী করা।

৪. পল্লী সঞ্চয় ব্যংকের মাধ্যমে সদস্যদের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, সঞ্চয় আদায়, কিস্তি আদায় ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রাখা।

৫. কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে আধুনিক ও উন্নত মানের কৃষি উপকরণ যেমনঃ উচ্চফলনশীল ধানবীজ, সবজি বীজ, উন্নত জাতের হাঁস-মুরগির বাচ্চা, মাছের পোনা, ফলজ গাছের চারা, কেঁচো সার উৎপাদন ইউনিট, মাশরুম স্পন, সেলাই মেশিন, কৃষি যন্ত্রপাতি, সার ইত্যাদি বিতরণ করা।

৬. ১০০টি ব্যাচে প্রায় ৩০০০ জন সুফলভোগীকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক ট্রেডে এবং সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবিক গুণাবলীর উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৭. কৃষিজ ও অকৃষিজ পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে মার্কেটিং/বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

৮. পিপিপি মডেলের আওতায় বিতরণকৃত কৃষিযন্ত্রসমূহের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।

৯. প্রকল্প এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সরকারি জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের সাথে সুফলভোগীদের কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপনে সেমিনার-কর্মশালা আয়োজন করা।

১০. প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

বার্ড অংশের কার্যক্রমের অগ্রগতি

- ৮২ জন সুফলভোগীর মাঝে ১৫টি করে ১,২৩০টি হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে।
- অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর সর্বমোট ৩,০০০ জনকে ২৫,০০০ টাকা করে মোট ৭,৫০,০০,০০০/- বিশেষ ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসে ৪,১০,১০০/- টাকাসহ সর্বমোট ৬,১৫,৬৯,০৮৫/- টাকা বিশেষ ঋণ আদায় করা হয়েছে (আদায়ের হার ৭৭%)।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের বার্ড অংশের কার্যক্রমের অগ্রগতি

- অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসে ১২,৪৯,৪২২/- টাকাসহ সর্বমোট ৬,৯৯,২৪,৯৫৪/- টাকা সঞ্চয় সংগ্রহ করা হয়েছে।
- অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসে ৩১৮ জনকে ২,১৪,৪৫,০০০/- টাকাসহ সর্বমোট ৯,৫৬৭ জনকে ৩৬,৩৭,৮৪,২০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসে ১,৮২,৩০,৫৪৪ টাকাসহ সর্বমোট ২১,৫৯,৯৬,৫৫৪/- টাকা আদায় হয়েছে (আদায়ের হার ১১০%)।
- চাকুরী বিধিমালা ও অফিস ব্যবস্থাপনা এবং মাঠ পর্যায়ে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে ২৬জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট: ২০,০০,০০০/- টাকা। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত খরচ: ৭,৩৫,০০০/- টাকা।

৫। "বার্ড প্রদর্শনী দুগ্ধ ,ছাগাল ও পোল্ট্রি খামার" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২৩
প্রকল্পের বাজেট ঃ ২৬,০০,০০০.০০ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

(১) গাভী ও ছাগল পালনের বিজ্ঞানসম্মত বিষয়গুলো প্রদর্শন;
(২) বার্ডের প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
(৩) গাভী ও ছাগল পালনে নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ।
(৪) গ্রামের খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

- গরুর খুরা রোগের ও ছাগলের পিপিআর টিকা দেয়া হয়েছে।
- খামারের ঘাসের প্লট পরিচর্যা কাজ অব্যাহত রয়েছে
- প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত করে খাবার গ্রহণ করা হচ্ছে।
- ছাগলের খামার হতে ৩টি পাঠা ছাগল বিক্রি করা হয়েছে।
- অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪,৬৫,৭৯২/- টাকা।

৬। "মাশরুম উন্নয়ন ও চাষ" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
মেয়াদ ঃ অক্টোবর ২০১৮- আগস্ট ২০২৩
বাজেট ঃ ৪,০০,০০০.০০ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১. টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মাশরুমের বীজ (পিউর কালচার) উৎপাদন ও সংরক্ষণ;
২. পিউর কালচার থেকে মাদার কালচার তৈরি করা;
৩. মাদার কালচার তেকে বাণিজ্যিক স্পন তৈরি করা;
৪. বাণিজ্যিক স্পন থেকে মাশরুম উৎপাদন করা;
৫. চাষী পর্যায়ে মাশরুম উৎপাদন চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং
৬. উৎপাদিত মাশরুম এর সঠিক ও লাভজন বিপণন নিশ্চিত করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

- মাশরুম চাষের বিভিন্ন ধরণের উপকরণ ক্রয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক স্পন তৈরির কাজ অব্যাহত রয়েছে।
- উৎপাদিত মাশরুমসমূহ বার্ডের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বিক্রয়ের কাজ অব্যাহত রয়েছে।
- লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মিত নতুন মাশরুম সেড চাষ উপযোগী করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং হোস্টেল থেকে মাশরুম সেন্টারটি নতুন সেডে স্থানান্তর করা হয়েছে।
- নতুন সেডে বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য নোট প্রদান করা হয়েছে।
- নতুন সেডে সিলিং নির্মাণের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১,৫৯.৬৩২/- টাকা।

৭। "বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
মেয়াদ ঃ নভেম্বর ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩
বাজেটঃ ৪,০০,০০০.০০ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১. বার্ড ক্যাম্পাসে মৎস্য নার্সারী সম্বলিত একটি আধুনিক প্রদর্শনী মৎস্য খামার গড়ে তোলা;
২. গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য বীজ উৎপাদন করা; এবং
৩. মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

- বায়োফ্লক ইউনিটের ৩টি ট্যাংকে মাছ চাষ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- একোয়াপনিক্স ইউনিটে গ্রীষ্মকালীন টমেটো ও লেটুস চাষ অব্যাহত রয়েছে।

• খামারের ৩টি পুকুরে শিং, টেংরা ও গুলশা মাছের চাষ করা হচ্ছে।

• বায়োফ্লক ইউনিটের ৩টি ট্যাংক থেকে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসে প্রায় ৮০ কেজি মাছ বিক্রি করা হয়েছে।

• একোয়াপনিক্স ইউনিটে গ্রীষ্মকালীন টমেটো ও নাগা মরিচের চাষাবাদ করা হয়েছে।

• ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেট : ৪,০০,০০০/- টাকা। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬৬,০০০.০০/- টাকা।

৮। "কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে প্লাবন ভূমিতে মৎস চাষ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন" বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম উপজেলার দু'টি ইউনিয়ন
মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৩
বাজেট ঃ ৪,০০,০০০.০০ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্লাবনভূমিতে কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ গঠনের মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে মৎস চাষের ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করা। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা; এবং এন্টারপ্রাইজকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ফরোয়ার্ড-ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের মাধ্যমে এলাকার তরুন ও দরিদ্র জেলেদের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্যান জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

• ২টি কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপনা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

• ৩টি এন্টারপ্রাইজে মৎস্যচাষ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

• ০১দিন গ্রাম সফর করা হয়েছে।

• প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত তিনটি এন্টারপ্রাইজের মৎস্য আহরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

• ইছাপুরা প্লাবনভূমি মৎস্যচাষ প্রকল্প থেকে ১৫.৮৪ টন, আতাকরা মিজিয়াপারা একতা মৎস্যচাষ কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ থেকে ৮.০ মেট্রিকটন এবং গোবিন্দপুর আতাকরা আদর্শ মৎস্যচাষ কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ থেকে ১.৬ টন মাছ আহরণ করা হয়েছে; যার বাজার মূল্য যথাক্রমে ২৪.৫০ লক্ষ টাকা, ১৪.৩৬ লক্ষ টাকা এবং ২.৪১ লক্ষ টাকা। সর্বমোট ২৫.৫ টন মাছ আহরণ করা হয়েছে যার বাজার মূল্য ৪১.২৮ লক্ষ টাকা।

• গত ০৮ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে মৎস্য খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে সহজপ্রাপ্য উপাদান ব্যবহার করে লাগসই খাদ্য সংস্থান বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

• ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য বাজেট : ৪,০০,০০০/- টাকা। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ৬৬,০০০/- টাকা ব্যয় হয়েছে।

৯। "কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাসের কৃষি গবেষণা ও প্রদর্শনী কমপ্লেক্স, কুমিল্লা জেলার লাকসাম ও আদর্শ সদর উপজেলা।
মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৩
বাজেট ঃ ১৩,০০,০০০.০০ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো শস্য উৎপাদন, মূলত: ধান উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনার জন্য চাষাবাদে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহরের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ। প্রাপ্ত প্রায়োগিক গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সরকারের নীতি নির্ধারনে পরাপর্শ প্রদান করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

লাকসাম এলাকা

• প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি, জমির মালিক, প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিনিধি এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং চুক্তি সম্পাদন শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

• আমন মৌসুমে রোপনকৃত ধান ফসলের মাঠ পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন ধরণের কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

রায়চোঁ এলাকা

• আমন মৌসুমে রোপনকৃত ধান ফসলের উপর পোকামাকড় দমন ও রোগবালাই সনাক্তকরণ বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

• ধান ফসলের মাঠ পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন ধরণের কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

• ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য বাজেট : ১৩,০০,০০০/- টাকা। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ৪,৮৪,৯৫২/-টাকা ব্যয় হয়েছে।

১০। "বার্ড প্লান্ট মিউজিয়াম" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
মেয়াদ ঃ মে ২০১৯ থেকে জুন ২০২৩
বাজেট ঃ ১,০০,০০০.০০ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো উন্নত মানের ফলের জাত সংরক্ষণ করা। মাতৃবাগান সৃজনের মাধ্যমে উন্নত জাতের গুণগত মানসম্পন্ন চারা উৎপাদন করা। উৎপাদিত চারা সুলভ মূল্যে কৃষকদেরকে সরবরাহ করা। ফল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

• আন্ত: পরিচর্যা চলমান রয়েছে।

• ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য বাজেট : ১,০০,০০০/- অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত কোন ব্যয় হয়নি।

১১। "অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলা
মেয়াদ ঃ জানুয়ারি ২০২২ থেকে জুন ২০২৩
বাজেট ঃ ২১,০০,০০০.০০ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রায়োগিক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য

চরাঞ্চলের মানুষদের জীবিকার মানোন্নয়নে অভিযোজন পদ্ধতিতে কৃষিকাজ এবং বিভিন্ন অকৃষি কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করাই হলো এই প্রকল্পের সাধারণ/মূল উদ্দেশ্য। তাছাড়া, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ

ক) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং দুযোগের ঝুঁকি হ্রাস করার বিষয়ে চরাঞ্চলের মানুষদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

খ) পরিবর্তিত জলবায়ু উপযোগী কৃষি অভিযোজন কার্যক্রমের সূচনা;

গ) দারিদ্র্য বিমোচনে তরুণ এবং বিপন্ন নারীদের মধ্যে উদ্যোক্তা তৈরি করা; এবং

ঘ) দক্ষতা উন্নয়ন ও আয়বর্ধন মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় কৃষি ও অকৃষি উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনে সহায়তা করা।

প্রায়োগিক গবেষণার মূল উপাদানসমূহ/ কম্পোনেন্টসমূহ :

চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়নে অভিযোজন পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের কৃষি কর্মকান্ড এবং বিভিন্ন অকৃষি কর্মকান্ডের সমন্বয়ে প্রায়োগিক গবেষণাটি পরিচালিত হচ্ছে। নিম্নে এই প্রায়োগিক গবেষণার মূল উপাদানসমূহ লিপিবদ্ধ করা হলোঃ

ক) অভিযোজন কার্যক্রমসমূহ

১. গ্রাম সংগঠন তৈরি ও গ্রাম স্কুল পরিচালনা;

২. জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ও স্থানীয় আমন ধানের অভিযোজন চর্চা;

৩. বর্জ ও বায়ু নিরোধক, ফলজ ও ভেষজ বৃক্ষরোপন;

৪. অভিযোজন কার্যক্রম ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শাক-সবজির চাষ;

৫. ভাসমান বেডে অভিযোজীত চাষাবাদ;

৬. সর্জন পদ্ধতির মাধ্যমে সমন্বিত কৃষি কর্মকান্ডের অভিযোজন চর্চা;

৭. নদীতে দলগতভাবে ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে খাঁচায় অভিযোজীত মাছ চাষ;

৮. বায়োফ্লক পদ্ধতিতে ড্রামে শিং, মাগুর, কৈ ইত্যাদি প্রজাতির মাছ চাষের অভিযোজন চর্চা।

খ) আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমসমূহ

১. হাঁস-মুরগি ও কোয়েলের বাচ্চা পালনের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম;

২. উদ্যোক্তা তৈরি ও আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের জন্য মাশরুম চাষ;

৩. মহিলা উদ্যোক্তা তৈরির জন্য বিপন্ন বিধবা নারীদের সেলাই মেশিন প্রদান;

৪. বার্ড কর্তৃক উদ্ভাবিত কল্যাণ ইনকিউবেটরের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি;

গ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তনে ফলে অভিযোজন ও দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকল্পে সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ও আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

- কর্ম-পরিকল্পনার কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বিষয়ে ০৪টি চরের সমিতির সুফলভোগীদের সাথে মোট ০৭টি সভা করা হয়েছে।
- তিনটি চরে সুফলভোগী নির্বাচন করে চাষীদের বাড়ির আঙ্গিনায় মৌসুমী শাক-সবজীর চাষাবাদের জন্য মাটি প্রস্তুত করে বিভিন্ন প্রকারের শীতকালীন শাক-সবজি চাষাবাদ করা হয়েছে। এছাড়া, ০৩টি চরে মোট ২২ জন চাষীর ৮৭৮ শতক জমিতে সরিষা চাষাবাদের জন্য মোট ৪৩ কেজি লাল সরিষার বীজ প্রদান করা হয়।
- গোমতী নদীর চর নতুন হাসনাবাদ গ্রামে উৎসাহিত কৃষক দ্বারা নির্মিত দুইটি ভাসমান বেডে শাক-সবজি চাষাবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু গত ২৪ অক্টোবর ২০২২ খ্রি: তারিখের সাইক্লোন সিত্রাং এর ঝড়ে দুটি বেডই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে চাষী সর্বোতভাবে বেডে শাক-সবজির ফলনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
- পুরাতন চরচাষী গ্রাম, গজারিয়ায় সমন্বিত কৃষি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পুকুরের পাড়ে মোট চারটি ঝুলন্ত মাঁচায় (১৫ ফুট দৈর্ঘ্য × ১০ ফুট প্রশস্ত) শাক-সবজীর চাষাবাদ চলমান রয়েছে। কিন্তু সাইক্লোন সিত্রাং এর ঝড়ে ঝুলন্ত মাঁচার শাক-সবজি গাছের কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া, ঝুলন্ত মাঁচায় পালনকৃত ফাউমি জাতের মুরগি সাইক্লোন সিত্রাং এর ঝড়ে ঠান্ডায় আক্রান্ত হয়।
- এই পদ্ধতিতে পুরাতন চরচাষী গ্রাম, গজারিয়ায় তিন মৃতর বিশিষ্ট সমন্বিত উৎপাদন ব্যবস্থা চলমান ছিল। অক্টোবর মাসের সাইক্লোন সিত্রাং এর ঝড়ে তিনটি মাছের খাঁচার মধ্যে দুটির জাল ছিড়ে যায় ও অবকাঠামো বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এছাড়াও, খাঁচা দুটির মোট ৮০০ টি মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা বের হয়ে যায়। ফলে দলগত কৃষক মাছ চাষে মারাত্মকভাবে আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মূখীন হয়।
- চরের সুফলভোগী সদস্য, দোকানদার, কমিউনিটি পর্যায়ের নারী ও স্কলের শিশুদের নিয়ে পরিবেশ সুরক্ষার কার্যক্রমের জন্য সভা করা হয় ও পলি বর্জ্য রাখার জন্য নতুন বস্তা প্রদান করা হয়।
- সমিতিসমূহের সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় থেকে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে পুরাতন চরচাষী গ্রাম, মুন্সীগঞ্জে ০৯জন সুফলভোগীকে ৮৫,০০০.০০ টাকা এবং নতুন হাসনাবাদ গ্রাম, কুমিল্লায় ০৩ জনকে ৩০,০০০.০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। পুরাতন চরচাষী গ্রামে মুসাফাসহ ঋণ আদায় হয়েছে ২৯,৬৪০/- ও সঞ্চয় আদায় ৩৮,৬০০/-। এছাড়া, নতুন হাসনাবাদ গ্রামে মুসাফাসহ ঋণ আদায় হয়েছে ৫৬,৪৮৯/- ও সঞ্চয় আদায় হয়েছে ৩২,১০০/-।
- প্রকল্পের সমবায় সমিতির সুফলভোগী কৃষক ও উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক উৎপাদিত ও তৈরিকৃত কৃষি ও অকৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ও প্রত্যাশিত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করার অংশ হিসেবে চর বাজার ফেইজবুক পেইজের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্যোগ চলমান রয়েছে। বর্তমানে একজন ফ্রিল্যান্সারের সহায়তায় পেইজ কাস্টমাইজেশন ও আপগ্রেডেশনের কাজ চলমান রয়েছে।
- চর কাঁঠালিয়া গ্রাম, মেঘনা উপজেলায় গত ২২/১০/২০২২ তারিখে ৫২ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে একদিনব্যাপী আয়বর্ধক কার্যক্রম বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।
- নতুন গ্রাম নুন্দীরচর, তিতাস উপজেলায় সমবায় সমিতি গঠন করার জন্য গ্রামবাসীকে নিয়ে সভা করা হয়েছে।
- ৯ দিন গ্রাম সফর করা হয়েছে।
- গত ২৭/১২/২০২২ তারিখে প্রকল্পের আওতায় ৮০ জন সমিতির সুফলভোগীর মাঝে ৮০০টি উন্নত জাতের ফাউমি মুরগির বাচ্চা প্রদান করা হয়েছে।
- অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর,২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩,৭৯,১৪৩/-টাকা

১২। "কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৩

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর ও সদর দক্ষিণ উপজেলা।

প্রকল্পের বাজেট ঃ ৯,০০,০০০.০০ টাকা (২০২২-২০২৩)

অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

- "রেফ্রিজারেটর ও এয়ারকন্ডিশনিং" বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষন কেন্দ্র কুমিল্লায় ২ মাস ব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষন শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণে ২৮ জন কওমী মাদ্রাসার ছাত্র এতে অংশগ্রহন করেছেন।
- প্রশিক্ষণ ও কম্পিউটার প্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে।
- প্রশিক্ষণ ও কম্পিউটার প্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে।
- অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর,২০২২ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২,৫০,০০০/- টাকা।

১৩। "বার্ড ক্যাম্পাসে ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন ও গবেষণা প্রদর্শনী" প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০২০ - জুন ২০২২

অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস

প্রকল্পের বাজেট ঃ ৫,০০,০০০.০০ টাকা (২০২২-২০২৩)

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

- ১৫০০ কেজি সার উৎপাদন করা হয়েছে।
- প্রদর্শনী প্লট তৈরি করা হয়েছে।
- সারের মান যাচাইয়ের জন্য গবেষনা ও প্রদর্শনী প্লটে সবজির চারা রোপন করা হয়েছে।
- অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৯১,২৭৮/- টাকা।

১৪। "জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) স্থানীয়করণে বাস্তবায়নযোগ্য মডেল তৈরী" বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪

বাজেট ঃ ৯,০০,০০০.০০ টাকা (২০২২-২০২৩)

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলা।

প্রায়োগিক গবেষণার উদ্দেশ্য:

প্রায়োগিক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো পল্লী অঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণের জন্য কাঠামো প্রণয়ন।

বিশেষ উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সম্পর্কে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরী;
- গ্রাম বা ওয়ার্ড বা ইউনিয়নের জন্য সকল জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এলাকার এসডিজি অগ্রাধিকার সূচকসমূহ নির্ণয়; এবং
- উন্নয়ন কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনঅংশগ্রহণের ধরণ (ব্যক্তিশ্রম, অর্থ, অন্যান্য সম্পদ) চিহ্নিতকরণ।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

- ভিত্তি জরিপ কার্যক্রম পরিচলানার জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ই-পরিষদ প্রকল্পের সফটওয়্যার ব্যবহার করে আপডেটের কাজ চলমান রয়েছে।
- FGD-এর জন্য অংশগ্রহণকারীদের তালিকা প্রণয়ন কর হয়েছে।
- অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৪৪,০০০/-টাকা।

চরে অনলাইন বাজার ও বিপনন ব্যবস্থাপনা : একটি উদ্ভাবনী ধারণা

মো: রিয়াজ মাহমুদ, উপপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা
তৌফিক আহমেদ নূর, উপজেলা কৃষি অফিসার, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ
মোঃ আশিক সরকার লিফাত, সহকারী পরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা

মেঘনা-গোমতী নদীর অববাহিকায় মুন্সীগঞ্জ ও কুমিল্লা জেলার অনেক চর দেশের মূল ভূ-খন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে চরের কৃষকগণ উৎপাদিত কৃষি পণ্য যেমন: মনোসেক্স তেলাপিয়া, বড় চিংড়ি, ছোট চিংড়ি, অন্য বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, বারমাসি আম, পেয়ারা, পেঁপে, স্থানীয় আমন ধান, ভূট্টা, সরিষা, তিল ইত্যাদির প্রকৃত বাজার মূল্য পাচ্ছে না। এছাড়া চরের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ কুটির শিল্প, হস্তশিল্প ও মৃৎ শিল্প, ব্লক, বাটিক এবং সেলাই পণ্যের বাজারজাত করে প্রকৃত মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। স্থানীয় বাজার ও উপজেলায় কৃষি ও অকৃষি পণ্যসমূহ বিপণনে বিক্রেতা নির্দিষ্ট কিছু ক্রেতার নিকট বিক্রি করছেন এবং মধ্যসত্ত্বভোগীর কারণে অনেক সময় স্বল্প মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হন। ফলে ঐ সকল এলাকায় ভাল ও মানসম্মত পণ্যের কোন নির্ধারিত বাজার মূল্য না থাকায় প্রকৃত মূল্য কৃষক ও উদ্যোক্তাগণ পাচ্ছেন না। এর ফলে একদিকে যেমন তাদের কর্মসংস্থান হারানোর ঝুঁকি রয়েছে অন্যদিকে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগও নষ্ট হচ্ছে। অধিকন্তু, প্রত্যাশিত বাজার ব্যবস্থা ও মূল্য না পাওয়ায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও কৃষকগণ দিন দিন আগ্রহ ও উদ্যম হারিয়ে ফেলছেন। অথচ যোগাযোগ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপনের অভাবে প্রতিনিয়ত ঝরে পড়ছে উদ্যোক্তারা। কিছু মানুষ পেশা পরিবর্তন করে দৈনিক মজুরের পেশা গ্রহণ করেছে এবং কিছু লোক জীবিকার জন্য শহরাঞ্চলে পাড়ি জমিয়েছে। তাই চরের উদ্যমী কৃষক ও আগ্রহী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত মানসম্মত ও প্রকৃতি বান্ধব পণ্য দেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে, আন্তর্জাতিক বাজারে এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে এবং নতুন নতুন ক্রেতা গোষ্ঠী গড়ে তোলার বিষয়কে লক্ষ্য রেখে বার্ড, কুমিল্লার রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত "অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের চরসমূহে ডিজিটাল প্লাটফর্মে অনলাইন বাজার ব্যবস্থাপনার এই উদ্ভাবনী ধারণাটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিক্রেতা ও ক্রেতার সন্তুষ্টি আনয়ন সম্ভব। আর ঝুঁকিপূর্ণ ও পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীকে আধুনিক প্রযুক্তির বিপনন ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করা ও লাভজনক স্থানে পৌছানোর জন্য এই ই-কমার্স প্লাটফর্মটি তৈরি করা হয়েছে।

চরে অনলাইন বাজার ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ই-কমার্স প্লাটফর্মটির উদ্দেশ্য হলো-

ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করে বাজার চেইন সহজতর করা; তৃণমূল পর্যায়ে অনলাইন বিপণন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং উদ্যোক্তা তৈরি করা; ডিজিটাল বাজার চেইন তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা; অনলাইন বাজার তৈরির মাধ্যমে নিরাপদ কৃষি ও মানসম্মত অকৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা; প্রান্তিক কৃষক ও উদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রকৃত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যেসব উদ্ভাবনী কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

অনলাইন বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য ফেসবুক পেইজ তৈরি করা এবং বাস্তবায়ন টিমের মাধ্যমে এই ফেসবুক পেইজ পরিচালনা করা। বিজ্ঞাপন প্রচারকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ফেসবুকে বিজ্ঞাপন বুস্ট করা হবে। নগদ ও বিকাশে আর্থিক ট্রানজেকশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পণ্যের তথ্য ও মূল্য তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা ও পেইজে সংযোজন করা। কুরিয়ার সার্ভিসের সাথে পণ্য পরিবহণের জন্য সমন্বয় সাধন করা। তিনটি চরের নিবন্ধিত সমবায় সমিতির নির্ধারিত মোবাইল নাম্বারের মাধ্যমে পণ্যের লেনদেন সম্পন্ন করা। উৎপাদনকারীর প্রত্যাশিত বিক্রয়মূল্য প্রাপ্তি, পণ্য সম্পর্কে ভোক্তার সন্তুষ্টি ও মোবাইলে লেনদেন বিষয়ে সময়ে সময়ে টিম কর্তৃক পরিবীক্ষণ করা।

চরে অনলাইন বাজার ও বিপনন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উদ্ভাবনী ধারণায় বিভিন্ন অনলাইন প্লাটফর্ম (ফেইসবুক, ই-কমার্স সাইট, ইউটিউব ইত্যাদি) ব্যবহার করে ভোক্তা ও প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষক ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থাপনাকে সহজতর করা হবে। ফলে কোন মধ্যসত্ত্বভোগী ছাড়াই একজন ভোক্তা দ্রুততম সময়ে এবং স্বল্প খরচে প্রকৃত, মানসম্মত, নতুন নতুন নকশার অকৃষি পণ্য ও জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করে উৎপাদিত নিরাপদ কৃষি পণ্য পেতে পারেন। উদ্যোক্তা ও কৃষকগণ সরাসরি মৌসুমভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য দ্রুত বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারবেন। চরের আগ্রহী ও উদ্যমী শিক্ষিত যুবকদের মাধ্যমে পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করে এবং দাম নির্ধারণপূর্বক ছবি এবং ভিডিও অনলাইন মাধ্যমে বার্ডের রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত "অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের ০২ জন মাঠকর্মীর সহায়তায় আপলোডের ব্যবস্থা করা হবে। পণ্যের অর্ডার নিশ্চিত হলে মাঠকর্মীদের মাধ্যমে পণ্যের পার্সেলের প্রক্রিয়াকরণ, প্রেরণ এবং মূল্য অনলাইন মোবাইল ব্যবস্থাপনার (নগদ, বিকাশ ইত্যাদি) মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। যেহেতু উল্লিখিত প্রকল্পে ০২ জন মাঠকর্মী গজারিয়া উপজেলা, মুন্সীগঞ্জ, মেঘনা উপজেলা ও দাউদকান্দি উপজেলা, কুমিল্লায় নিয়োজিত রয়েছে সেহেতু এই কাজে অতিরিক্ত কোন জনবল নিয়োজনের প্রয়োজন হবে না। ফলে উল্লিখিত কাজ সম্পাদনে বাড়তি কোন ব্যয় হবে না। অনলাইন বাজার ব্যবস্থাপনা প্লাটফর্মে এই উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নকারী টিম থেকে এডমিনের দায়িত্ব পালন করা হবে। এছাড়া, তিনটি চরের নিবন্ধিত সমবায় সমিতির নির্ধারিত তিনটি মোবাইল নম্বর থেকে ক্রয় ও বিক্রয়ের কাজ চলমান থাকবে এবং এই উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নকারী টিম থেকে প্রতি মাসে লেনদেন পরিবীক্ষণ করা হবে। পণ্য প্রাপ্তি পর ভোক্তা অসন্তুষ্ট হলে পণ্য ফেরত সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে, ক্রেতা এবং বিক্রেতার জন্য আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। উদ্ভাবণী প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন দেশের অন্যান্য চর ও হাওর অঞ্চলে অনলাইন বাজার ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

খাদি: গৌরব ও ঐতিহ্যের প্রতীক

আশিকুর রহমান (সহকারী পরিচালক), বার্ড

প্রথা, রীতিনীতি, খ্যাদ্যাভ্যাস, জীবনধারা আমাদের স্বতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরে। তন্মধ্যে, পোশাক-পরিচ্ছদ হলো সবচেয়ে অপরিহার্য প্রভাবক। কুমিল্লার খদ্দর যা খাদি নামে বহুল পরিচিত, এদেশের হাজার বছরের গৌরবময় ঐতিহ্যের এক মূর্ত প্রতীক। বিশেষ এক পদ্ধতিতে গর্ত করে তুলনামূলকভাবে মোটা এ খাদি কাপড় তৈরি হয়। বার্ড খাদির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। খাদির অস্তিত্ব ও এর কালানুক্রমিক বিকাশে বার্ড অসামান্য ভূমিকা পালন করে।

১৮ শতকে সংঘঠিত ইউরোপের শিল্প বিপ্লব উপমহাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সংঘঠিত **"স্বদেশী অসহযোগ আন্দোলন"** এই অঞ্চলের খাদি শিল্পের পুনর্জাগরণে কার্যকর ভূমিকা রাখে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর, **'অল ইন্ডিয়া স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন'** কুমিল্লার খাদি কর্মসূচি থেকে সব ধরনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রত্যাহার করে নেয়। বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড.আখতার হামিদ খান উপমহাদেশের সেই অস্থির ও অনিশ্চিত সময়ে খাদির পুনরুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। খাদি কাপড় উৎপাদন ও খাদির সাথে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ড. খান **"খাদি**

ও কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠা করেন।

অধিক গ্রামীণ লোককে খাদিশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য খাদি এসোসিয়েশনকে **"খাদি কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন (কেসিআইসিএ) "** শীর্ষক সমবায় সমিতি হিসেবে নিবন্ধিত করা হয়। খাদিশিল্পের বিকাশের জন্য বার্ড অত:পর অম্বর চরকা চালু করে যা তুলনামূলক সূক্ষ্ম, মসৃণ সুতা তৈরি করতে সক্ষম; ফলশ্রুতিতে আরো আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় খাদিপণ্য তৈরি করা সম্ভব হয়। এরপর নারীদেরকে অম্বর চরকার উপর প্রশিক্ষিত করা হয়। এর মাধ্যমে নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও আর্থিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি পরিবার ও সমাজে নারীদের অবস্থান নতুন মাত্রা পায়।

একইসাথে, একাডেমি টেকসই ও কার্যকর অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে খাদিশিল্পকে শক্ত ভিত্তি দেয়। যথাযথ সময়ে মজুরি দেয়ার পাশাপাশি খাদিশিল্পী ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের সময় সময় বোনাসও প্রদান করা হয়। একাডেমি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক নানা মাধ্যম থেকে খাদিশিল্পের জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার ব্যবস্থা করে।

বর্তমানে বহুবিধ প্রতিকূলতার কারণে বাংলাদেশের খাদিশিল্প একদম খাদের দ্বারপ্রান্তে। কাঙ্ক্ষিত কাঁচামালের অভাবে খাদিশিল্পীরা গুণগত মানের খাদিপণ্য তৈরি করতে পারছে না। আর্থিকভাবে লাভজনক না হওয়ায় অনেক কারিগর তাদের প্রাণপ্রিয় পেশা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকারি পর্যায়ে ঋণ ও অন্যান্য সুবিধা একদম অপ্রতুল।

পরিবেশ-বান্ধব উৎপাদন পদ্ধতির কারণে খাদি এক আমূল সম্ভাবনাময় খাত। পরবর্তী জিআই পণ্য হওয়ার পাশাপাশি, খাদি বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এই বিপুল সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য মূল করণীয় হবে খাদিভিত্তিক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া পরিকল্পনামাফিক যুগোপযুগী পলিসি প্রণয়ন, খাদিশিল্পী ও শ্রমিকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, নতুন বাজার তৈরি, প্রদর্শনী আয়োজন, মিডিয়া কাভারেজ তথা ব্যাপক প্রচার-প্রসার আমাদের এই ঐতিহাসিক শিল্পের পুনর্জাগরণ করাতে পারে। খাদিশিল্পের সমস্যা, সম্ভাবনা খুঁজে বের করা তথা আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের গৌরবময় এক প্রতীকের সুদিন ফিরিয়ে আনার জন্য সম্প্রতি বার্ড কুমিল্লার হাতে বোনা খাদি শিল্পের বাজার সম্প্রসারণ ও সক্ষমতা শীর্ষক একটি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জ্ঞান ব্যবস্থাপনাঃ পল্লী উন্নয়ন প্রেক্ষিত

শারমিন শাহরিয়া, উপ-পরিচালক, বার্ড
রাখি নন্দী, উপ-পরিচালক বার্ড

একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে জ্ঞান তাদের মধ্যে অন্যতম। এটি সংস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন কৌশলগত প্রক্রিয়া হিসেবে স্বীকৃত। ফ্রান্সিস বেকন তাঁর (মেডিটেশনস সেক্রে ১৫৯৭) গ্রন্থে লিখেছিলেন জ্ঞানই শক্তি (Jafari et al., 2009)। এজন্যই জ্ঞানকে সুবিধাজনক পদ্ধতিতে উপযুক্ত আকারে ধারণ করে সংরক্ষণ করতে হবে। অধিকাংশ লোকের মনোভাব এমন যে জ্ঞানকে নিজের কাছেই সীমাবদ্ধ রাখা কারণ এর জন্য সে তার সংস্থার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গণ্য হবে। এখনও জ্ঞানকে শক্তি হিসেবেই গণ্য করা হয়। তবে একটি প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানকে বোঝার স্বরূপ তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। জ্ঞান সম্পর্কে বর্তমান কালের ধারণা এমন, যে একটি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে শেয়ার (পরস্পর ভাগাভাগি) করতে হবে। যে সংস্থা তার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে ও কর্মচারীদের মধ্যে বেশি জ্ঞান শেয়ার করে সে প্রতিষ্ঠান আরও সুনাম লাভ করে আরও অপ্রতিদ্বন্দী হয়ে ওঠে। এভাবে প্রতীয়মান হয় যে, জ্ঞান ব্যবস্থাপনার মূল কথা হলো জ্ঞান ভাগ (শেয়ার) করা। জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বোঝার জন্য প্রথমে জ্ঞানের ধারণাকে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। জ্ঞান হল কাউকে বা কোন কিছু সম্পর্কে বোঝা, যেমন তথ্য বা কোন তথ্য বর্ণনা, দক্ষতা যা অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত ও লাভ করা যায়, ধারণ করা যায়। জ্ঞান একটি বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বোঝার ক্ষমতা উল্লেখ করতে পারে (Kumar and Kalva, 2015)। জ্ঞানকে পূর্বে শেখা কোন কিছু মনে রাখা এই হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যথাযথ তথ্যটিকে মনে করার জন্য এর সাথে বিস্তৃত উপাদান জড়িত হতে পারে, যার মধ্যে সুনির্দিষ্ট ঘটনা হতে সম্পূর্ণ তত্ত্ব পর্যন্ত অর্ন্তভুক্ত থাকতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যথোপযুক্ত তথ্য মনে রাখা। জ্ঞান শেখার ফলাফলের সর্বনিম্ন স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে (David Mckay,1956)। জ্ঞান হলো তথ্যকে বোঝার একটি সর্বোত্তম সুশৃঙ্খল স্তর যা কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠান শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করে (techtarget.com)।

জ্ঞান সাধারনত তিন ধরনের হয়ে থাকে যেমন: সুস্পষ্ট জ্ঞান (Explicit), অন্তর্নিহিত জ্ঞান (Implicit) ও অস্পষ্ট জ্ঞান (Tacit)। সুস্পষ্ট জ্ঞান হলো এমন জ্ঞান যেটা সহজেই প্রকাশ করা যায়। এটা রেকর্ড করা যায় যেমন: অডিও, ভিডিও। এট লিখিত হতে পারে। এসব বৈশিষ্ট্যের জন্য এই জ্ঞান সহজে শেয়ার করা যায় ও স্থানান্তর করা যায়। অনেক প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে এই জ্ঞান সংরক্ষণ করা হয়। উদাহরণ: বই, ভিডিও, ম্যাপ, নথি, ওয়েব সাইট, ইমেইল ইত্যাদি। সুস্পষ্ট জ্ঞানকে যে প্রক্রিয়ায় বা মাধ্যমে কাজে প্রয়োগ করা হয় সেটাই অন্তর্নিহিত জ্ঞান। এটা সুস্পষ্ট জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ। আমাদের আশেপাশে এরকম উদাহরণ দেখা যায়। যেমন: বার্ডে অনুষ্ঠিত লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের মাশরুম উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ক কোন প্রশিক্ষণ কোর্সে একটা নির্দিষ্ট গ্রামের একজন সদস্যকে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি এই কোর্স হতে যে জ্ঞান লাভ করলেন সেটা গ্রামে গিয়ে কীভাবে কাজে লাগাবেন। সেক্ষেত্রে এই ব্যবহারিক প্রয়োগের ব্যাপারটিই অন্তর্নিহিত জ্ঞান। অস্পষ্ট জ্ঞান হলো এমন জ্ঞান যেটা সহজেই প্রকাশ করা যায় না। এই জ্ঞান সাধারনত কোন ব্যক্তির ব্রেইনে থাকে। যা ঐ ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা থেকে অর্জন করে। এজন্য এই জ্ঞান সহজে শেয়ার ও স্থানান্তর করা যায়না। এই জ্ঞান বাইরে আনার জন্য মাঝে মাঝে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার ও শিক্ষা দান প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণ: শিক্ষকের কোন বিষয়ে শিক্ষা দান, বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কোর্স, কথোপকথন, কর্মশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের জ্ঞানকে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত জ্ঞান অর্জন করা, সংগঠিত করা, টেকসই করা, শেয়ার করা, জ্ঞানকে নবায়ন করার ব্যাপারে যা প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও মান বহুলাংশে বাড়ায় (Kumar and Kalva, 2015)।

জ্ঞান ব্যবস্থাপনা হলো একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কর্মীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সচেতন প্রক্রিয়ায় সংজ্ঞায়িত করা, গঠন করা, ধরে রাখা এবং শেয়ার করার একটি মাধ্যম (Kumar and Kalva, 2015) ।গত কয়েক বছর ধরে জ্ঞান ব্যবস্থাপনা নিয়ে নিবিড় আলোচনা হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক সামর্থ্য-যোগ্যতা বজায় রাখার জন্য জ্ঞান ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য সেবার মান (কর্ম ক্ষমতা) উন্নত করা, সুবিধা বাড়ানো, প্রাপ্ত শিক্ষা - জ্ঞানসমূহ ভাগ করা ও প্রতিষ্ঠানকে ক্রমান্বয়ে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়া (Igbinovia and Ikenwe, 2017; Ermine, 2007)। ব্যবস্থাপনা হল একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত একটি গোষ্ঠী যারা একটি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব সম্পর্কিত কাজ করে। তারা একটি সংস্থার সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিকল্পনা, সংগঠিত, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে। এই ম্যানেজমেন্ট নিজেরা সরাসরি ঐ সমস্ত কাজ করে না। তারা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অন্যদের কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে এবং সমস্ত কাজ সমন্বয় করে (Kalyan_city.blogspot.com 2011)। আর জ্ঞান ব্যবস্থাপনা একটি প্রতিষ্ঠানের সে সমস্ত তথ্য ও জ্ঞান যা ঐ প্রতিষ্ঠানের তথ্য তৈরী, তথ্য ব্যবহার, শেয়ার এবং পরিচালনা সংক্রান্ত একটি প্রক্রিয়ার সংগ্রহ। নলেজ ম্যানেজমেন্ট একটি বহু-বিষয়ক পদ্ধতির

উল্লেখ করে যা সাংগঠনিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সর্বোত্তমভাবে ব্যবহৃত হয় (Wikipedia)। জ্ঞান ব্যবস্থাপনা যে কোন কাজ করার এমন একটি উপায় যা মানুষ এবং ও তার সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলে। যেটার উপর মানুষ বিশ্বাস করে এবং সেখানে অংশগ্রহণ করে। এটা সংগঠন ব্যাপী অন্তর্ভূক্তিমূলক একটি পদ্ধতি যা সংগঠনের লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এর মধ্যে জ্ঞান তৈরী, ব্যবস্থাপনা ও শেয়ারিং ব্যাপারটি রয়েছে। এটা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের চাহিদাগুলোর প্রতিফলন ঘটায়। জ্ঞান ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষ্য হলো সাংগঠনিক দক্ষতাকে উন্নত করা এবং সহজলভ্য আকারে জ্ঞান সংরক্ষণ করা। এছাড়াও এর অন্যতম উদ্দেশ্য সঠিক সময়ে সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক তথ্য প্রদান করা। সংস্থাগুলি যখন জ্ঞান পরিচালনার কৌশলগুলি গ্রহন করে তখন তারা বেশ কয়েকটি সুবিধার অভিজ্ঞতা লাভ করে। সুবিধাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: তথ্য খোঁজার জন্য সময় কম লাগা। নতুন কর্মীদের দক্ষ হওয়ার জন্য সময় হ্রাস পাবে। অপারেশনাল খরচ কমানো যাবে। প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের সন্তুষ্টি বজায় থাকবে। প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা এবং আন্ত:যোগাযোগ বাড়বে। তাদের মধ্যে এন্টারপ্রাইজ জ্ঞান বজায় থাকবে। তথ্য প্র প্রযুক্তির সংস্পর্শে থেকে যুগের সাথে সমুন্নত হওয়া যাবে।

জ্ঞান ব্যবস্থাপনার চারটি (৪) প্রধান উপাদান রয়েছে। সেগুলো হল (১) মানুষ, (২) প্রক্রিয়া, (৩) বিষয় বস্তু এবং (৪) কৌশল। সংগঠনের সর্বদা নেতৃত্ব প্রদানের জন্য লোকবল প্রয়োজন যারা সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক এবং জ্ঞান শেয়ার করবে। প্রতিষ্ঠানের জ্ঞান প্রবাহ পরিচালনা এবং পরিমাপ করার জন্য সংগঠনের প্রক্রিয়াকে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। একটি প্রতিষ্ঠান উত্তমরুপে পরিচালনার জন্য নলেজ কন্টেন্ট এবং আইটি টুলস প্রয়োজন যা সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক সময়ে সঠিক কন্টেন্ট এর সাথে সংযুক্ত করে দেয়। জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করার জন্য প্রতিষ্ঠানের সুস্পষ্ট লিখিত কৌশল প্রয়োজন যা সংস্থার জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা গুলো পূরণ করবে। (https://www.apqc.org/blog/what-are-best-four-components-knowledge-management)।

'জ্ঞান ব্যবস্থাপনা' এর মাধ্যমে বার্ড এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ হতে পারে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) ১৯৫৯ সালের ২৭ মে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। সূচনালগ্নেই একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড. আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে নিবেদিত প্রাণ কিছু গবেষক গ্রামীণ জনগণকে সাথে নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে এ দেশে পল্লী উন্নয়নের উপযোগী কিছু মডেল কর্মসূচি উদ্ভাবন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ষাটের দশকে গ্রামাঞ্চলে বিরাজিত সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়। এসব কর্মসূচির মধ্যে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়গুলো হচ্ছে : ১. গ্রামে টেকসই সংগঠন সৃষ্টি, ২. ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পুঁজি সৃষ্টি,৩. অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ৪.উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, ৫. স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, মহিলা শিক্ষাসহ সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রসার, ৬. গ্রামের সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতায় একটি সংগঠিত গ্রাম সমাজ সৃষ্টি, ৭. অকৃষি খাতে ভূমিহীন শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান, ৮. গ্রামের সাথে বহির্বিশ্বের কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন এবং ৯. সরকারের সেবা গ্রামে পৌছানোর কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন। এই ৯টি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়কে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য একাডেমি ষাটের দশকেই সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করে। এসব বিষয়ে সে সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন বই, জার্নাল ও প্রতিবেদনে (Explicit) আকারে বার্ড প্রকাশনা শাখায় ও বার্ড লাইব্রেরিতে রয়েছে। কিন্তু সেগুলো হার্ড কপি ফর্মে হওয়াতে বার্ড এর বাইরে অনলাইনে (share) বিতরণ করা যাচ্ছেনা। কাজেই বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশিত ডকুমেন্ট গুলোকে একটি নির্দিষ্ট ফরমেটে রুপ দিয়ে (soft copy) ওয়েবে রাখা প্রয়োজন। এখনও বার্ড অনুষদ সদস্যগণ কর্তৃক Explict , Implicit জ্ঞান সমূহ অনুষদ সভায় উপস্থাপনার মাধ্যমে শেয়ার করা হয়। কিন্তু বর্তমানে জ্ঞান ব্যবস্থাপনার ধারণাটিতে অভিনব পরিবর্তন এসেছে। তা হলো জ্ঞানকে শুধুই নিজ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ না রাখা। যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদিত/ প্রকাশিত জ্ঞান গুলোকে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও নীতিমালার আলোকে সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখতে পারে। কথায় আছে যত প্রচার তত প্রসার। এতে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষও যুগোপৎভাবে বৃদ্ধি পায়। তাই বার্ডের অতীতের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার ফলাফল গুলো Learning হিসেবে নতুন এমপ্লয়ীদের সামনে আনতে হবে। কোন কিছুর অভিজ্ঞতা রাতারাতি হয়না। কিন্তু অতীতের গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফল গুলো অবশ্যই বার্ডের নবীন কর্মীদের সমৃদ্ধ ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণে দিগন্ত উন্মোচন করে। সেগুলো হতে লব্ধ জ্ঞান নবীন কর্মী বাহিনীকে সতর্ক হতেও শেখায় যেন একই ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি না ঘটে। বার্ডের ভিশন: পল্লী উন্নয়নের শ্রেয় ভাবনা অনুশীলন (better ideas and practices)-এর অগ্রনী প্রতিষ্ঠানরূপে ভূমিকা ও পরিপালন। বার্ডের মিশন: প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের সুস্থায়ী (Sustainable Rural Development) গতিধারা সৃজন ও লালন এবং পল্লী উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচনে সরকারকে নতুন প্রস্তাবনা ও পরামর্শ প্রদান। তাই সম্মিলিত ও সমন্বিত ভাবে বার্ডের মিশন ও ভিশন এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা বার্ডে 'জ্ঞান ব্যবস্থাপনা' ধারণাটির প্রয়োগ করতে পারি।

পরিশেষে নিগূঢ়ভাবে বলা যায়, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যাবশ্যক একটি বিষয়। কর্মীদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ধারণ ও ব্যবহার করা, সঞ্চয় করা ও শেয়ার করা যা কর্মশক্তির সামগ্রিক জ্ঞান বৃদ্ধি করে, দক্ষতা উন্নত করে এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ধরে রাখে। ইন্টেলিজেন্ট নলেজ ম্যানেজমেন্ট প্লাটফরম পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী সম্পদ যা মানুষের বুদ্ধিমত্তায় অ্যাক্সেস প্রদান করতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা উন্নত করে ,তার কর্মীদের ও সেবা গ্রহীতাকে সন্তুষ্ট ও করতে আধুনিক জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

কুমিল্লার হাতে বোনা খাদি শিল্পের বাজার সম্প্রসারণ ও সক্ষমতা শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা কর্মের সম্ভাব্যতা যাচাই করছেন এই প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দ।

বার্ডের কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পে রোপা আমন মৌসুমের রোপনকৃত ধান কম্বাইন হারভেস্টারের সাহায্যে কর্তনের মাধ্যমে মাঠ দিবস উদ্‌যাপন।

বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাহী ড. আখতার হামিদ খানের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী

বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাহী ড. আখতার হামিদ খান এর ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান।

গত ০৯ অক্টোবর ২০২২ প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ও বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাহী ড. আখতার হামিদ খান-এর ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বার্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষে বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান ড. আখতার হামিদ খান-এর ম্যুরালে পুস্পস্তবক অর্পন করেন এবং বার্ড জামে মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করা হয়। বেলা ০২ : ১৫ ঘটিকায় বার্ড- এর ময়নামতি অডিটোরিয়ামে একটি উন্মুক্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে ড মোঃ কামরুল হাসান "ড. আখতার হামিদ খান : উন্নয়ন দর্শন ও প্রায়োগিক গবেষণা" শীর্ষক প্রবন্ধ পরিবেশনা করেন । উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্ড- এর সম্মানিত মহাপরিচালক এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহজাহান। এছাড়াও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বার্ডের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য। সভায় আমন্ত্রিত অতিথি, চলমান কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ, বার্ডের অনুষদবর্গসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এবং বার্ড মডেল স্কুলের শিক্ষকমন্ডলী অংশগ্রহণ করেন । এ আলোচনা সভার উপস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব শাহরিয়ার আহমেদ, সহকারী পরিচালক, বার্ড।

কম্বাইন হারভেস্টারের সাহায্যে আমন ধান কর্তনের মাধ্যমে মাঠ দিবস উদ্‌যাপন

বার্ডের রাজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্পভুক্ত এলাকা নোয়াপাড়া-ছনগাঁও যৌথ কৃষি খামার ও কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ, লাকসাম, কুমিল্লাতে ০৫.১২.২০২২ খ্রি. তারিখে রোপা আমন মৌসুমের রোপণকৃত ধান ফসল কম্বাইন হারভেস্টারের সাহায্যে কর্তনের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস কর্মসূচিতে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্ডের সম্মানিত পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোহাম্মদ কামরুল হাসান, প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লার সম্মানিত উপ-পরিচালক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, কুমিল্লার মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম। আরও উপস্থিত ছিলেন বার্ডের পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ) ও প্রকল্প পরিচালক ড. শিশির কুমার মুন্সী, লাকসাম উপজেলার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব সৈয়দ শাহীনুর ইসলাম, সহকারী পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ) ও সহকারী প্রকল্প পরিচালক জনাব বাবু হোসেন, সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব নয়ন চন্দ্র দাসসহ প্রকল্পভুক্ত জমির মালিকগণ ও আশেপাশের স্থানীয় জমির মালিকগণ। ফসল কর্তনের নমুনা হিসাব অনুযায়ী রোপা আমন মৌসুমে রোপণকৃত ধান ফসল কর্তনে বিঘা প্রতি প্রায় ১৩ মণ ধান উৎপাদন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি বার্ডের রাজস্ব অর্থায়নে ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে লাকসাম, কুমিল্লাতে ৫০ একর ও রায়চৌঁ, আদর্শ সদর, কুমিল্লাতে ৩০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অদ্যকার ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস বাস্তবায়নের কিছু খন্ডচিত্র এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো।

উপদেষ্টা সম্পাদক
মোঃ শাহজাহান
মহাপরিচালক
বার্ড

সম্পাদক
ড. শেখ মাসুদুর রহমান
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বার্ড

সহযোগী সম্পাদক
সাইফুন নাহার
উপ পরিচালক, বার্ড

মহাপরিচালক, বার্ড
কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক প্রকাশিত

ইন্ডাষ্ট্রীয়েল প্রেস, কুমিল্লা।
E-mail : ind.press09@gmail.com

গ্রাম উন্নয়ন
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা-৩৫০৩
ফোন : +৮৮-০২৩৩৪৪০০৬০১-৬
ফ্যাক্স : +৮৮-০২৩৩৪৪০০৪০৬
ই-মেইল : dg@bard.gov.bd
training.bard@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.bard.gov.bd

BOOK POST